কোভিড -১৯ পরিস্থিতি

সংখ্যা ০১, তারিখ : ৪ এপ্রিল , ২০২১, রবিবার

বাংলাদেশে সর্বশেষ পরিস্থিতি

এ বছরের জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝ পর্যন্ত কোভিড -১৯ এর সনাক্তের হার কম ছিল যা ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ থেকে ক্রমশ জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পেয়ে এপ্রিল মাসে এ যাবত কালের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায়।

নিম্নের লেখচিত্রে দেখা যায় যে ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ২০২১ থেকে ১৩ই মার্চ, ২০২১ (১ মাসে) দৈনিক করোনা শনাক্ত রোগীর গড় সংখ্যা ছিল ৫৪৫।

এর পর থেকে রোগী সনাক্তের সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বাড়তে থাকে এবং ৪ঠা এপ্রিল, ২০২১ এ যাবত সর্বোচ্চ সংখ্যা ৭০৮৭ জন সনাক্ত হন, এবং ঐ দিনই মৃত্যুবরণ করেন ৫৩ জন।

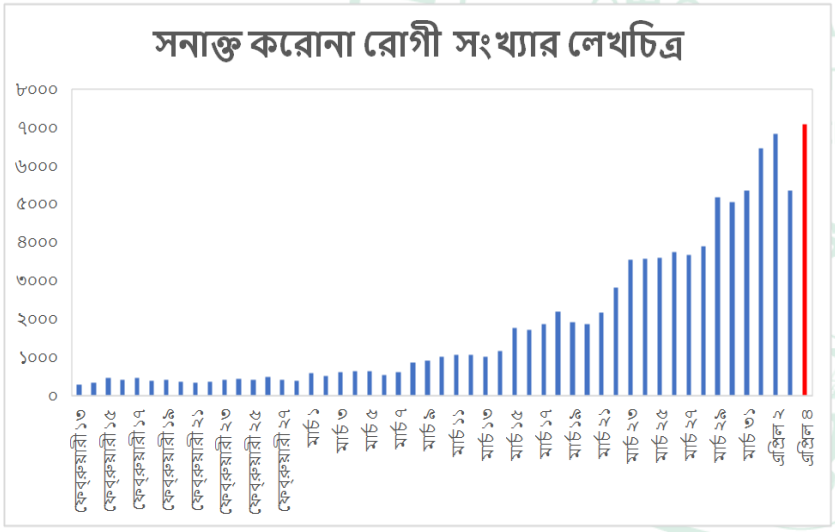

দেশের জেলাগুলোতে ঝুঁকির মাত্রা দেখা যাচ্ছে নীচের মানচিত্রে। করোনা সংক্রমণের বিস্তার এবং প্রবণতা সারা দেশে সমান নয়। উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ জেলাগুলোকে নিয়মিতভাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে এবং দেখা যাচ্ছে প্রায় ১০ থেকে ১৫ দিন পর পর জেলা গুলোতে শনাক্তের হার দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে।

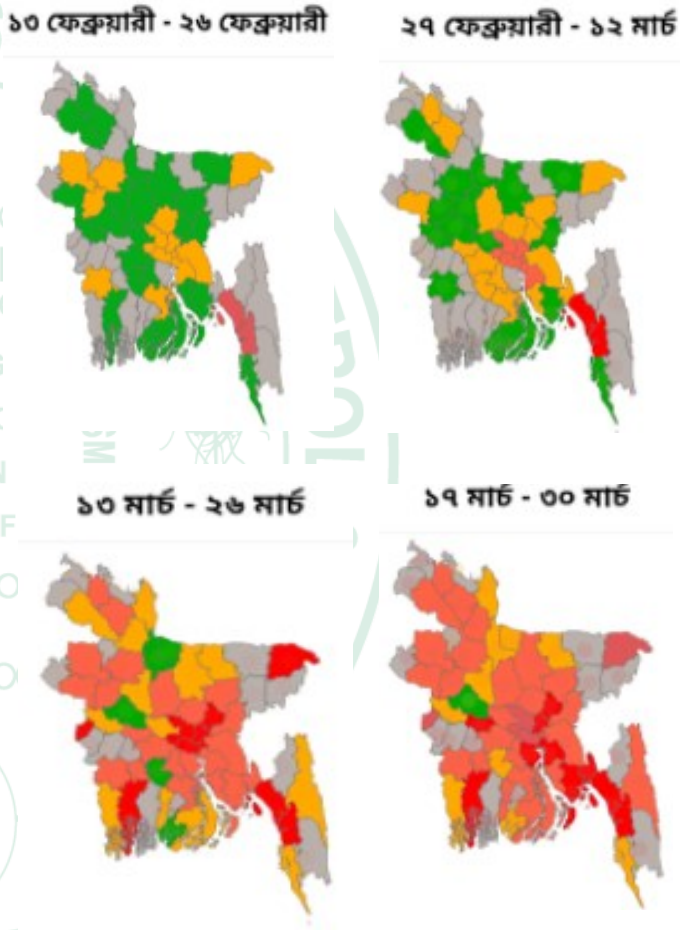

কোভিড - ১৯ এর নতুন ভ্যারিয়েন্ট

সর্বশেষ ৫৮টি দেশে কোভিড -১৯ (SARS - CoV - 2) এর নতুন বেশ কয়েকটি ভেরিয়েন্ট এর উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া গেছে।

বাংলাদেশে ২০২০ এর ডিসেম্বর থেকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও আইইডিসিআর এর তত্বাবধায়নে আইসিডিডিআর,বি ভ্যারিয়েন্টস নজরদারি শুরু করে এবং জানুয়ারি ২০২১ এ নতুন ভ্যারিয়েন্ট এর উপস্থিতি চিহ্নিত করতে পারে যার নাম B.1.1.7 বা ইউকে ভ্যারিয়েন্ট, তবে এই ভ্যারিয়েন্ট অল্প কিছু সংখ্যক মানুষের মধ্যে পাওয়া গেছে।

লাল	পরিক্ষায় বিবেচনায় শনাক্তের হার >১০%
কমলা	পরিক্ষায় বিবেচনায় শনাক্তের হার ৫% - ১০%
সবুজ	পরিক্ষায় বিবেচনায় শনাক্তের হার <৫%
সাদা	পরিক্ষায় বিবেচনায় শনাক্তের হার ০%
ধুসর	করোনা টেস্টের সংখ্যা <২০০

করোনা সংক্রমণের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জেলা সমূহ উচ্চ ঝুকি সম্পন্ন।

INSTITUTE OF EPIDEMIOLOGY, DISEASE CONTROL & RESEARCH (IEDCR)
Mohakhali, Dhaka - 1212, Bangladesh, Hotline: 10655

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণের বিদ্যমান পরিস্থিতিতে সরকার কর্তৃক গৃহীত ১৮ দফা নির্দেশনা সমূহ নিম্নরূপ

১) সকল ধরণের জনসমাগম (সামাজিক/ রাজনৈতিক/ ধর্মীয়/ অন্যান্য) সীমিত করতে হবে। উচ্চ সংক্রমণযুক্ত এলাকায় সকল ধরণের জনসমাগম নিষিদ্ধ করা হলো। বিয়ে/ জন্মদিনসহ যে কোন সামাজিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে জনসমাগম নিরুৎসাহিত করতে হবে;

২) মসজিদসহ সকল ধর্মীয় উপাসনালয়ে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে;

৩) পর্যটন/ বিনোদন কেন্দ্র/ সিনেমা হল/ থিয়েটার হলে জনসমাগম সীমিত করতে হবে এবং সকল ধরণের মেলা আয়োজন নিরুৎসাহিত করতে হবে;

৪) গণপরিবহনে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে এবং ধারন ক্ষমতা ৫০ ভাগের অধিক যাত্রী পরিবহন করা যাবে না;

৫) সংক্রমণের উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা আন্তঃজেলা যান চলাচল সীমিত করতে হবে;

৬) বিদেশ হতে আগত যাত্রীদের ১৪ দিন পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক (হোটেলে নিজ খরচে) কোয়ারেন্টিন নিশ্চিত করতে হবে;

৭) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী খোলা/ উন্মুক্ত স্থানে স্বাস্থ্যবিধি পরিপালনপূর্বক ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে;

৮) স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান সমূহে মাস্ক পরিধান সহ যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে;

৯) শপিং মলে ক্রেতা- বিক্রেতা উভয়েরই যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা নিশ্চিত করতে হবে।

১০) সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাদ্রাসা, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়) ও কোচিং সেন্টার বন্ধ থাকবে;

১১) অপ্রয়োজনীয় ঘোরাফেরা/ আড্ডা/ বন্ধ করতে হবে। জরুরী প্রয়োজন ছাড়া রাত ১০টার পর বাইরে বের হওয়া নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।;

১২) প্রয়োজনে বাইরে গেলে মাস্ক পরিধানসহ সকল ধরণের স্বাস্থ্যবিধি পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে। মাস্ক পরিধান না করলে কিংবা স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘিত হলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৩) করোনায় আক্রান্ত/ করোনার লক্ষণযুক্ত ব্যক্তির আইসোলেশন নিশ্চিত করতে হবে। করোনায় আক্রান্ত ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসা অন্যান্যদেরকেও কোয়ারেন্টিন নিশ্চিত করতে হবে;

১৪) জরুরি সেবায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান ছাড়া সকল সরকারি-বেসরকারি অফিস/ প্রতিষ্ঠান শিল্প কারখানাসমূহ ৫০ ভাগ জনবল দ্বারা পরিচালনা করতে হবে। গর্ভবতী/ কোমরবিডিটি / বয়স ৫৫- অধিক কর্মকর্তা/ কর্মচারীর বাড়িতে অবস্থান করে কর্মসম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৫) সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ, কর্মশালা যথাসম্ভব অনলাইনে আয়োজনের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৬) সশরীরে উপস্থিত হতে হয় এমন যে কোন ধরণের গণপরীক্ষার ক্ষেত্রে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে;

১৭) হোটেল- রেস্তোরা সমূহ ধারণক্ষমতার ৫০ ভাগের অধিক মানুষের প্রবেশ বারিত করতে হবে;

১৮) কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ এবং অবস্থানকালীন সর্বদা বাধ্যতামূলকভাবে মাস্ক পরিধান সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে।